

9359 - ইবাদত রিয়া (প্রদর্শনচেহা)-র অনুপ্রবশে

প্রশ্ন

কোন মানুষ কি এমন কোন আমলরে জন্য সওয়াব পাবনে যাতে রিয়া (প্রদর্শনচেহা) রয়েছে; কিন্তু আমলকালীন সময়ে নয়িত
প্রবির্তন হয়ে সটো আল্লাহর জন্য হয়ে গেলে। উদাহরণতঃ আমি তলোওয়াত সমাপ্ত করার পর আমাকে রিয়া পয়ে বসল।
যদি আমি এই চিন্তাকে আল্লাহর প্রতি চিন্তা দিয়ে মোকাবলি করি আমি কি এই তলোওয়াতরে সওয়াব পাব? নাকি রিয়ার
কারণে আমার সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে? এমনকি রিয়া যদি আমল শেষে হওয়ার পরে আসে তবুও?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রিয়া (প্রদর্শনচেহা)-র সাথে ইবাদতরে তনিটি অবস্থা:

এক. ইবাদতটি সম্পাদন করার মূল প্ররোণা হওয়া— মানুষকে প্রদর্শন। যমেন- কডে মানুষকে দেখোনের জন্য নামায পড়ল;
যাতে করে মানুষ তার নামাযরে প্রশংসা করে— এমন রিয়া ইবাদতকে বাতলি করে দেয়।

দুই. ইবাদত পালনকালীন সময়ে রিয়া। অর্থাত্ শুরুতে ইবাদতরে উদ্দীপনা ছলি আল্লাহর জন্য একনষিঠতা; কিন্তু ইবাদতরে
মাঝখানে রিয়ার উদ্রকে ঘটল। এ ইবাদতরে দুটো অবস্থা হতে পারে:

(১) ইবাদতরে প্রথমংশে শেষোংশে সাথে সম্পৃক্ত না থাকা (বভিজ্য ইবাদত)। তাহলে এর প্রথমংশ সহি; আর শেষোংশ
বাতলি। এর উদাহরণ হল— এক ব্যক্তির কাছে ১০০ রিয়াল আছে। তিনি এই রিয়াল সদকা করতে চান। তিনি ৫০ রিয়াল সদকা
করছেন খালসি নয়িতে। আর বাকী ৫০ রিয়ালে রিয়া ঢুকছে। তার প্রথম সদকা সহি ও মাকবুল। আর পরবর্তী ৫০ রিয়ালরে
সদকা বাতলি; যহেতু সটোতে ইখলাসরে সাথে রিয়ার সংমিশ্রণ ঘটছে।

(২) ইবাদতরে প্রথমংশে সাথে শেষোংশ সম্পৃক্ত থাকা (অবভিজ্য ইবাদত)। এমন ইবাদত পালনকালে মানুষ দুটো অবস্থার

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কোন একটি থেকে মুক্ত হবে না: (ক) রিয়াকে প্রতিরোধ করা ও স্থতিশীল হতে না দেওয়া। বরং রিয়া থেকে মুখ ফরিয়ে
নয়ো ও রিয়াকে অপছন্দ করা। এমন হলো রিয়া ইবাদতের কোন ক্ষতিকর হবে না। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলছেন: "আমার উম্মত মনে মনে যা চিন্তা করে নিশ্চয় আল্লাহস্টো ক্ষমা করে দিয়েছেন; যতক্ষণ না সে আমল
করে কথিবা কথা বলে।" (খ) রিয়ার প্রতিসন্তুষ্ট থাকা এবং রিয়াকে প্রতিহত না করা। সক্ষেত্রে তার গটো ইবাদত বাতলি
হয়ে যাবে। কেননা এই ইবাদতের প্রথমাত্ম শষোৎশরে সাথে সম্পৃক্ত (অবভিজ্য)। এর উদাহরণ হল: কোন ব্যক্তি আল্লাহর
প্রতি একনষিষ্ট হয়ে নামায শুরু করল। এরপর দ্বিতীয় রাকাতে রিয়ার উদ্রকে হল। তখন গটো নামাযই বাতলি হয়ে যাবে।
যহেতু গটো নামায প্রথমাত্ম শষোৎশরে সাথে সম্পৃক্ত।

তনি, ইবাদতটি পালন সমাপ্ত হওয়ার পর রিয়ার উদ্রকে ঘট। এটি ইবাদতের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না এবং
ইবাদতকে বাতলি করবে না। কেননা ইবাদতটি সঠিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং ইবাদত সমাপ্ত হওয়ার পর রিয়া ঘটলে
ইবাদত নষ্ট হবে না।

অন্য মানুষ তার ইবাদতের কথা জেনে যাওয়ার প্রক্ষেপিতে মনে যে আনন্দ লাভ হয় সটো রিয়া নয়। কেননা তা ইবাদত
সম্পাদতি হওয়ার পর ঘটছে। অনুরূপভাবে কোন ইবাদত করতে পরে নজি আনন্দতি হওয়াটাও রিয়া নয়। কেননা সটো তার
ঈমানের আলামত। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তিকে তার নকে আমল আনন্দতি করে
এবং বদ আমল ভারাক্রান্ত করে সেই-ই মুমনি।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা
হলে তিনি বলেন: "এটা হচ্ছে মুমনির জন্য তাৎক্ষণিক সুসংবাদ।"

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (২/২৯, ৩০)]